৫০১১৯

বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
বাংলাদেশ।
www.bb.org.bd

এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ ডিপার্টমেন্ট

এসএমইএসপিডি সার্কুলার নং-০২

তারিখ: ২৫ আষাঢ় ১৪৩২
০৯ জুলাই ২০২৫

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক ও ফাইন্যান্স কোম্পানি।

প্রিয় মহোদয়,

স্টার্ট-আপ খাতে অর্থায়ন বিষয়ক মাস্টার সার্কুলার

বাংলাদেশের বর্তমান অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে স্টার্ট-আপ প্রতিষ্ঠানগুলো অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং উদ্ভাবনের চালিকাশক্তি হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। স্টার্ট-আপ উদ্যোগগুলো ব্যবসা ক্ষেত্রে উদ্ভাবনী অবকাঠামো তৈরির পাশাপাশি নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করছে, যা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার একটি মূল লক্ষ্য। একইসাথে এই খাত বাংলাদেশকে বিশ্বব্যাপী বিনিয়োগ সুযোগের সাথে সংযুক্ত করছে এবং আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্ব গড়ে তুলতে সহায়তা করছে। 'স্টার্ট-আপ' উদ্যোক্তাদের উদ্যোগ/প্রকল্পের অনুকূলে ব্যাংক খাত হতে অর্থায়ন সহজলভ্য হলে অনেক সম্ভাবনাময় 'স্টার্ট-আপ' উদ্যোগকে এগিয়ে নেয়া সম্ভব হবে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ব্যাংকিং খাত ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে স্টার্ট-আপ প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রদত্ত গতানুগতিক ঋণ/বিনিয়োগ পদ্ধতিতে অর্থায়ন সুবিধার পাশাপাশি ইক্যুইটি হিসেবে আর্থিক বিনিয়োগ স্টার্ট-আপ প্রতিষ্ঠানসমূহের বিকাশে অভাবনীয় ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে সক্ষম হবে। এ বিবেচনায়, স্টার্ট-আপ ইকোসিস্টেমের যথাযথ বিকাশের জন্য ঋণ/বিনিয়োগ পদ্ধতির পাশাপাশি ইক্যুইটি বিনিয়োগ সুবিধার মাধ্যমে স্টার্ট-আপ প্রতিষ্ঠানসমূহে অর্থায়ন করা যাবে। এক্ষেত্রে, নিম্নোক্ত নীতিমালা অনুসরণীয় হবে:

১. স্টার্ট-আপ উদ্যোগ সংক্রান্ত সাধারণ বিষয়াবলী

১.১ 'স্টার্ট-আপ' উদ্যোগের সংজ্ঞা

'স্টার্ট-আপ' বলতে এক বা একাধিক উদ্যোক্তাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, প্রযুক্তি নির্ভর এমন ব্যবসায়িক বা শিল্প উদ্যোগ অথবা দেশী-বিদেশী যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত/পরিচালিত প্রতিষ্ঠানকে বুঝাবে যা অপার সম্ভাবনাময়, বিস্তৃতিযোগ্য (Scalable) এবং নতুন ও উদ্ভাবনী (Innovative) কোনো পণ্য উৎপাদনে বা সেবা প্রদানে সক্রিয় ভূমিকা রাখছে। এতদ্ব্যতীত, নতুন পণ্য/সেবা/প্রক্রিয়া/প্রযুক্তির উদ্ভাবন (Innovation) অথবা বিদ্যমান পণ্য/সেবা/প্রক্রিয়া/প্রযুক্তির অগ্রগতিও (Development) স্টার্ট-আপ হিসেবে বিবেচিত হবে। তবে, বিদ্যমান কোনো ব্যবসা পুনর্গঠন (Restructure) বা বিভাজন (Division) করে গঠিত কোনো উদ্যোগ স্টার্ট-আপ হিসেবে বিবেচিত হবে না।

১.২ স্টার্ট-আপ উদ্যোগের বৈশিষ্ট্য

ক) উদ্যোগটি প্রযুক্তির সন্নিবেশে অথবা মেধাস্বত্ব (Intellectual Property) ব্যবহারের মাধ্যমে নতুন পণ্য বা সেবা বা প্রক্রিয়া উদ্ভাবন ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ/বৈদেশিক চাহিদা পূরণে ভূমিকা রাখবে;

খ) সম্ভাবনাময় ও দ্রুত বিস্তৃতিযোগ্য (Scalable) হবে;

গ) Disruptive Innovation এর মাধ্যমে নতুন বাজার তৈরি করতে সক্ষম হবে যা বিদ্যমান/প্রচলিত বাজারকে প্রতিস্থাপন করবে কিংবা বিদ্যমান/প্রচলিত বাজার ব্যবস্থায় লক্ষণীয় উন্নতি সাধন করবে; এবং

ঘ) ভবিষ্যতে প্রয়োজনীয় উন্নয়নের লক্ষ্যে ব্যবসায়িক উদ্যোগের বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের Feedback নেয়ার সক্ষমতা থাকবে।

চলমান পাতা-২

২. স্টার্ট-আপ উদ্যোগে অর্থায়ন তহবিলের উৎস

এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক ২৯ মার্চ ২০২১ তারিখে জারিকৃত এসএমইএসপিডি সার্কুলার নং-০৪ এর মাধ্যমে স্টার্ট-আপ উদ্যোগসমূহে অর্থায়ন প্রদানের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত দুটি 'স্টার্ট-আপ ফান্ড' গঠন করা হয়েছে:

২.১ বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃ অর্থায়ন তহবিল: বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নিজস্ব উৎস হতে গঠিত 'স্টার্ট-আপ ফান্ড' নামে ৫০০ (পাঁচশত) কোটি টাকার পুনঃ অর্থায়ন তহবিল হতে সকল তফসিলি ব্যাংক ও ফাইন্যান্স কোম্পানি স্টার্ট-আপ উদ্যোগের অনুকূলে প্রদত্ত ঋণ/বিনিয়োগের বিপরীতে পুনঃ অর্থায়ন সুবিধা গ্রহণের যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। উক্ত পুনঃ অর্থায়ন তহবিল আবর্তনযোগ্য (Revolving) হবে। এ সার্কুলারের ৭ নম্বর অনুচ্ছেদে পুনঃ অর্থায়ন সংক্রান্ত বিশদ নির্দেশনা উল্লেখ করা হয়েছে;

২.২ ব্যাংকের নিজস্ব স্টার্ট-আপ ফান্ড: প্রতিটি তফসিলি ব্যাংক কর্তৃক ২০২১ সাল থেকে নীট মুনাফা (নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী অনুযায়ী) হতে ১% অর্থ স্থানান্তরের মাধ্যমে স্টার্ট-আপ ফান্ড গঠন করেছে। পরবর্তী নির্দেশনা না দেয়া পর্যন্ত প্রতিটি ব্যাংক প্রতি বছর প্রণীতব্য নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণীতে প্রদর্শিত নীট মুনাফা হতে ১% অর্থ বাধ্যতামূলকভাবে উক্ত তহবিলে স্থানান্তর করবে। এ ফান্ডটি ব্যাংকের আর্থিক বিবরণীতে 'অন্যান্য দায়' (Other Liabilities) এর পরিবর্তে 'স্টার্ট-আপ ইক্যুইটি বিনিয়োগ ফান্ড' (Start-up Equity Investment Fund) হিসেবে প্রদর্শন করতে হবে।

৩. স্টার্ট-আপ উদ্যোগে অর্থায়ন প্রাপ্তির যোগ্যতা

স্টার্ট-আপ উদ্যোগসমূহে ঋণ/বিনিয়োগ প্রদানের পাশাপাশি ইক্যুইটি বিনিয়োগ সুবিধা প্রদান করা যাবে। অর্থায়ন (ঋণ/বিনিয়োগ এবং ইক্যুইটি বিনিয়োগ) প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী প্রযোজ্য হবে:

ক) স্টার্ট-আপ প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশে নিবন্ধিত হতে হবে;

খ) অর্থায়ন প্রাপ্তির জন্য স্টার্ট-আপ উদ্যোগসমূহকে এ সার্কুলারের ১ নম্বর অনুচ্ছেদে বর্ণিত শর্তাবলী পূরণ করতে হবে;

গ) 'স্টার্ট-আপ' উদ্যোগ নিয়ে কার্যরত বিদ্যমান প্রতিষ্ঠান অর্থায়ন সুবিধা প্রাপ্য হবে। তবে বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানের কার্যকাল নিবন্ধনের সময় হতে অনধিক ১২ (বারো) বছরের মধ্যে থাকতে হবে;

ঘ) কোনো বৃহৎ শিল্প/গ্রুপের সৃজনশীল নতুন কোনো উদ্যোগ স্টার্ট-আপ উদ্যোগ হিসেবে অর্থায়ন সুবিধা প্রাপ্য হবে না;

ঙ) আগ্রহী উদ্যোক্তা/উদ্যোক্তাগণের বয়স সর্বনিম্ন ২১ বছর হবে;

চ) কোনো উদ্যোক্তা বা উদ্যোক্তাদের একজনও ঋণ খেলাপি হলে অর্থায়ন সুবিধা প্রাপ্য হবেন না;

ছ) বাংলাদেশে কার্যরত সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয়/আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত স্টার্ট-আপ বাছাই (Start-up Hunting) প্রোগ্রামের মাধ্যমে মনোনীত/পুরস্কৃত স্টার্ট-আপ উদ্যোগের সাথে সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তাগণ ঋণ প্রাপ্তিতে অগ্রাধিকার প্রাপ্য হবেন।

৪. স্টার্ট-আপ উদ্যোগে প্রদত্ত অর্থায়ন পদ্ধতি ও অর্থায়ন সীমা

৪.১ প্রতিটি তফসিলি ব্যাংক কর্তৃক গঠিত নিজস্ব স্টার্ট-আপ ফান্ড হতে স্টার্ট-আপ উদ্যোগসমূহে শুধু ইক্যুইটি বিনিয়োগ সুবিধা প্রদান করা যাবে এবং এক্ষেত্রে ৫ নম্বর অনুচ্ছেদে বর্ণিত নির্দেশাবলী প্রযোজ্য হবে। তফসিলি ব্যাংকসমূহ কর্তৃক তাদের স্টার্ট-আপ ফান্ডে রক্ষিত সমুদয় অর্থ স্টার্ট-আপ উদ্যোগসমূহকে ইক্যুইটি বিনিয়োগ হিসেবে প্রদান করায় ব্যাংকের নিজস্ব স্টার্ট-আপ ফান্ড হতে স্টার্ট-আপ উদ্যোক্তাদের অনুকূলে ঋণ/বিনিয়োগ প্রদানের সুযোগ থাকবে না। স্টার্ট-আপ উদ্যোক্তাদের অনুকূলে ঋণ/বিনিয়োগ প্রদান করতে ব্যাংকসমূহকে তাদের নিজস্ব ঋণ/বিনিয়োগযোগ্য তহবিল ব্যবহার করতে হবে। ফাইন্যান্স কোম্পানিসমূহও তাদের নিজস্ব ঋণ/বিনিয়োগযোগ্য তহবিল হতে স্টার্ট-আপ উদ্যোক্তাদের অনুকূলে ঋণ/বিনিয়োগ প্রদান করতে পারবে। ঋণ/বিনিয়োগ প্রদানের ক্ষেত্রে ৬ নম্বর অনুচ্ছেদে বর্ণিত নির্দেশাবলী প্রযোজ্য হবে।

চলমান পাতা-৩

৪.২ স্টার্ট-আপ উদ্যোগসমূহে অর্থায়ন (ঋণ/বিনিয়োগ এবং ইক্যুইটি বিনিয়োগ) প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত সীমা প্রযোজ্য হবেঃ

৪.২.১ স্টার্ট-আপ উদ্যোগে প্রদত্ত ঋণ/বিনিয়োগ সীমা

স্টার্ট-আপ এর শ্রেণিবিণ্যাস	প্রতিষ্ঠানের কার্যকাল	সর্বোচ্চ ঋণ/বিনিয়োগ* সীমা (টাকা)
প্রাথমিক পর্যায়	প্রতিষ্ঠানটি নিবন্ধনের তারিখ হতে ২ বছরের কম	২ কোটি
মধ্যম পর্যায়	২-৬ বছরের মধ্যে	৫ কোটি
বৃহৎ পর্যায়	৬-১২ বছরের মধ্যে	৮ কোটি

* মেয়াদী ও চলতি মূলধন ঋণ/বিনিয়োগ দুটির সমষ্টি

৪.২.২ স্টার্ট-আপ উদ্যোগে প্রদত্ত ইক্যুইটি বিনিয়োগ সীমা

স্টার্ট-আপ এর শ্রেণিবিণ্যাস	স্টার্ট-আপ এর বৈশিষ্ট্য	সর্বোচ্চ ইক্যুইটি বিনিয়োগ সীমা (টাকা)
প্রাথমিক পর্যায় (Seed Stage)	একটি সম্ভাবনাময় উদ্ভাবনী উদ্যোগ এবং গ্রাহক চাহিদা পূরণে সক্ষম ও কার্যকর পণ্য/সেবাসহ স্টার্ট-আপ	২ কোটি
প্রবৃদ্ধি পর্যায় (Growth Stage)	প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত গ্রাহক এবং কার্যক্রম শুরুর পরে বিগত সময়ে আয় করতে সক্ষম হয়েছে এমন স্টার্ট-আপ	৫ কোটি
উচ্চ প্রবৃদ্ধি ও বিস্তৃতিযোগ্য পর্যায় (High Growth and Scalable Stage)	প্রাথমিক পর্যায়ে অর্থায়ন গ্রহণের পর গ্রাহক পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট পণ্য/সেবার ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে	৮ কোটি

৫. স্টার্ট-আপ উদ্যোগে ইক্যুইটি বিনিয়োগ পদ্ধতি

স্টার্ট-আপ প্রতিষ্ঠানসমূহে ইক্যুইটি হিসেবে আর্থিক বিনিয়োগ সহজতর করার প্রয়াসে বাংলাদেশ ব্যাংক একটি ভেঞ্চার ক্যাপিটাল কোম্পানি গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করবে। উক্ত ভেঞ্চার ক্যাপিটাল প্রতিষ্ঠানে তফসিলি ব্যাংকসমূহ কর্তৃক তাদের স্টার্ট-আপ ফান্ডে রক্ষিত সমুদয় অর্থ ইক্যুইটি হিসেবে বিনিয়োগকৃত হবে যা ব্যাংকগুলোর আর্থিক বিবরণীতে ইক্যুইটি বিনিয়োগ হিসেবে বিবেচিত/প্রদর্শিত হবে। উক্ত ভেঞ্চার ক্যাপিটাল কোম্পানি গঠন ও পরিচালনার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণীয় হবে:

৫.১ কোম্পানির নাম ও গঠন

কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ অনুসারে বিদ্যমান বিধানাবলী মোতাবেক প্রযোজ্য ধাপসমূহ অনুসরণ করে প্রস্তাবিত ভেঞ্চার ক্যাপিটাল কোম্পানি গঠিত ও পরিচালিত হবে। যৌথ মূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের নিবন্ধক কার্যালয়ে উক্ত কোম্পানি নিবন্ধনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ ডিপার্টমেন্ট প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক কার্যক্রম সম্পাদন করবে। নিবন্ধনের আবেদনের পূর্বে কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের সাথে আলোচনাক্রমে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রস্তাবিত ভেঞ্চার ক্যাপিটাল কোম্পানির নাম নির্ধারণ করবে। আলোচ্য ভেঞ্চার ক্যাপিটাল কোম্পানি গঠন, কোম্পানি পরিচালনা পদ্ধতি, বিনিয়োগ ও উপদেষ্টা কমিটির গঠন প্রক্রিয়া এবং কোম্পানির লভ্যাংশ বিতরণ (কোম্পানির শেয়ারহোল্ডিংয়ের ভিত্তিতে) পদ্ধতি সংক্রান্ত বিশদ নির্দেশনা পরবর্তীতে পৃথক সার্কুলার/গাইডলাইন্সের মাধ্যমে প্রদান করা হবে।

চলমান পাতা-৪

৫.২ কোম্পানির মূলধন/তহবিল গঠন

ক) প্রতিটি তফসিলি ব্যাংক তাদের নিজস্ব স্টার্ট-আপ ফান্ড (২.২ নম্বর অনুচ্ছেদ মোতাবেক) এ রক্ষিত স্থিতির সমুদয় অর্থ প্রস্তাবিত ভেঞ্চার ক্যাপিটাল কোম্পানিতে বিনিয়োগ করবে। উক্ত কোম্পানির শেয়ারহোল্ডিং প্রতিটি ব্যাংকের বিনিয়োগের পরিমাণের আনুপাতিক হারে নির্ধারিত হবে।

খ) ব্যাংকসমূহ কর্তৃক তাদের নিজস্ব স্টার্ট-আপ ফান্ড হতে ইতোমধ্যে বিতরণকৃত ঋণ/বিনিয়োগের বিপরীতে আদায়কৃত কিস্তির মধ্যে আসল (Principal) অংশ স্টার্ট-আপ ফান্ডে সংরক্ষণ করতে হবে এবং সুদ/মুনাফার অংশ ব্যাংকের লাভ হিসেবে গণ্য করা যাবে।

গ) অনুচ্ছেদ ২.২ মোতাবেক ব্যাংকসমূহ প্রতি বছর নীট মুনাফা হতে ১% অর্থ নিজস্ব স্টার্ট-আপ ফান্ডে স্থানান্তর করবে।

ঘ) উপরোক্ত 'খ' ও 'গ' ক্রমিকে বর্ণিত নির্দেশনা মোতাবেক প্রতিটি তফসিলি ব্যাংক তাদের নিজস্ব স্টার্ট-আপ ফান্ডে রক্ষিত স্থিতির সমুদয় অর্থ প্রস্তাবিত ভেঞ্চার ক্যাপিটাল কোম্পানিতে প্রতি বছরান্তে একটি নির্দিষ্ট তারিখে বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে স্থানান্তর করবে।

ঙ) বিনিয়োগের পরিমাণের ভিত্তিতে প্রতিবছর উক্ত কোম্পানির শেয়ারহোল্ডিং আনুপাতিক হারে পরিবর্তন হবে।

৫.৩ কোম্পানির ব্যবস্থাপনা ও কার্যক্রম পরিচালনা

ক) কোম্পানির সাধারণ সভায় শেয়ারহোল্ডারগণ (অংশগ্রহণকারী ব্যাংকসমূহ) কোম্পানির পরিচালক ও পরিচালনা পর্ষদ (Board of Directors) নির্বাচন করবে। পরিচালক নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিদ্যমান আইনের বিধানাবলী প্রযোজ্য হবে।

খ) আলোচ্য ভেঞ্চার ক্যাপিটাল কোম্পানির একটি বিনিয়োগ কমিটি (Investment Committee) এবং একটি উপদেষ্টা কমিটি (Advisory Committee) থাকবে;

গ) প্রাথমিকভাবে বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত কোম্পানির প্রধান নির্বাহীর নিয়োগ প্রদান করবে এবং এই পদের কার্যপরিধি ও দায়িত্ব নির্ধারণ করে দিবে;

ঘ) প্রয়োজনীয়তার নিরিখে উক্ত কোম্পানি কর্তৃক তহবিল ব্যবস্থাপনাসহ অন্যান্য কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার নিমিত্ত বাংলাদেশ ব্যাংক প্রেষণে প্রয়োজনীয় মানবসম্পদ পদায়ন করবে। প্রেষণে নিযুক্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তাবৃন্দ উক্ত কোম্পানির নিয়মিত জনবল নিয়োগের ব্যবস্থা করবেন এবং নিয়োগপ্রাপ্ত জনবলের কাছে দায়িত্ব হস্তান্তরপূর্বক বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রত্যাবর্তন করবেন।

৫.৪ বিনিয়োগ কমিটি (Investment Committee)

ক) স্টার্ট-আপ উদ্যোগসমূহ কর্তৃক ইক্যুইটি সহায়তার আবেদনসমূহ যথাযথভাবে যাচাই বাছাই করে সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নির্বাচনের জন্য উক্ত কোম্পানির একটি বিনিয়োগ কমিটি থাকবে;

খ) এ কমিটি ইক্যুইটি বিনিয়োগ ছাড়করণের সুপারিশ করবে এবং কোম্পানির ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ পর্ষদের অনুমোদন গ্রহণ সাপেক্ষে চূড়ান্ত ছাড়করণ করবে;

গ) বিনিয়োগ কমিটিতে ৪/৫ জন সদস্য থাকবে। কোম্পানির পর্ষদের শেয়ারধারক পরিচালক, স্টার্ট-আপ সংশ্লিষ্ট কারিগরী ও ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা ও দক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ হতে একজন প্রতিনিধি এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ ডিপার্টমেন্টের একজন প্রতিনিধি সমন্বয়ে উক্ত কমিটি গঠিত হবে। বিনিয়োগ কমিটির সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত ও পেশাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, সদস্য সংখ্যা এবং প্রযোজ্য শর্তাবলী যথাসময়ে নির্ধারণ করা হবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিনিধি বিনিয়োগ কমিটির সভাপতি হবেন;

ঘ) উক্ত কমিটি ইক্যুইটি আবেদন পর্যালোচনার ক্ষেত্রে আলোচ্য ভেঞ্চার ক্যাপিটাল কোম্পানির সর্বোত্তম স্বার্থ নিশ্চিত করবে এবং বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হতে ঝুঁকি বিশ্লেষণপূর্বক অভ্যন্তরীণ ও বহিঃ অংশীজনদের (Stakeholders) মধ্যে ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণে কাজ করবে;

চলমান পাতা-৫

ঙ) আবেদনকৃত স্টার্ট-আপ উদ্যোগে বিনিয়োগ কমিটির কোনো সদস্যের কোনো প্রকার সংশ্লিষ্টতা বা বস্তুগত স্বার্থ (material interest) থাকতে পারবে না।

৫.৫ উপদেষ্টা কমিটি (Advisory Committee)

ক) আলোচ্য ভেঞ্চার ক্যাপিটাল কোম্পানির উপদেষ্টা কমিটির সদস্য সংখ্যা ৫/৬ জন হতে পারে;

খ) বাংলাদেশ ব্যাংকের উপযুক্ত পদমর্যাদার এক জন কর্মকর্তা আলোচ্য উপদেষ্টা কমিটির সভাপতি হবেন;

গ) উক্ত কোম্পানির পর্ষদের একজন সদস্য, বিনিয়োগ কমিটির প্রধান, স্টার্ট-আপ ইকোসিস্টেম সংশ্লিষ্ট দক্ষতা ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ২/৩ জন ব্যক্তি আলোচ্য উপদেষ্টা কমিটিতে সদস্য হিসেবে থাকবেন। উক্ত কোম্পানির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা উপদেষ্টা কমিটির সদস্য সচিব হবেন;

ঘ) বছরে ন্যূনতম ০২ বার উক্ত কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হবে;

ঙ) উপদেষ্টা কমিটি আলোচ্য কোম্পানি পরিচালনায় প্রয়োজনীয় নীতি নির্ধারণীসহ কর্মপদ্ধতির মূল্যায়ন, স্টেকহোল্ডার/সম্ভাব্য স্টার্ট-আপ কোম্পানিগুলোর অনুকূলে প্রয়োজনীয় কৌশলগত দিকনির্দেশনা জারী বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করবে। পাশাপাশি ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাসহ বিনিয়োগকারীদের আস্থা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানটির কর্মক্ষমতা প্রসার, অংশীজন প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সংযোগ স্থাপন, নিয়ন্ত্রক সংস্থাসমূহের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে বিনিয়োগ গাইডলাইন্স প্রণয়ন সংক্রান্ত বিষয়েও দিক নির্দেশনা প্রদান করবে।

৫.৬ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক মনিটরিং

তফসিলি ব্যাংকসমূহের নিজস্ব স্টার্ট-আপ ফান্ডের অর্থ নিয়ে আলোচ্য ভেঞ্চার ক্যাপিটাল কোম্পানি গঠিত হবে বিধায় ব্যাংকসমূহের নিয়ন্ত্রক হিসেবে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলি বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ ডিপার্টমেন্টের তত্ত্বাবধানের আওতাভুক্ত থাকবে:

ক) গ্রাহক পর্যায়ে ইক্যুইটি বিনিয়োগ বিতরণ প্রক্রিয়া এবং উক্ত বিনিয়োগের সদ্ব্যবহার সংক্রান্ত বিষয়াদি বাংলাদেশ ব্যাংক নিয়মিত মনিটর করবে;

খ) ক্ষেত্রবিশেষে দৈবচয়ন ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংক যে কোনো সময়ে পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করবে;

গ) প্রয়োজনবোধে আলোচ্য কোম্পানির নিকট হতে সংশ্লিষ্ট নথি তলব করবে এবং ইক্যুইটি তহবিল সংক্রান্ত উদ্যোগ/ব্যবসা সরেজমিন পরিদর্শন করবে;

ঘ) অফসাইট সুপারভিশনের/তদারকির নিমিত্ত প্রয়োজনীয় নথি, দলিলাদি সংগ্রহ করবে;

ঙ) প্রযোজ্য আইনের সীমা অনুযায়ী উপকারভোগীদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য উক্ত কোম্পানির সাথে উপকারভোগীর মধ্যে সম্পাদিতব্য চুক্তির যে কোনো অংশ/সম্পূর্ণ অংশ সংশোধন করার জন্য পরামর্শ/নির্দেশনা প্রদান করতে পারবে;

চ) ইক্যুইটি তহবিল ও উপকারভোগীর স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য অন্য যে কোনো আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৬. স্টার্ট-আপ উদ্যোগে ঋণ/বিনিয়োগ প্রদানের পদ্ধতি

৬.১ ঋণ/বিনিয়োগের মেয়াদ

ক) স্টার্ট-আপ উদ্যোগে মেয়াদী ঋণ/বিনিয়োগ ও চলতি মূলধন ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা প্রদান করা যাবে;

খ) গ্রাহক পর্যায়ে মেয়াদী ঋণ/বিনিয়োগের সময়সীমা হবে গ্রেস পিরিয়ডসহ সর্বোচ্চ ০৮ বছর। এক্ষেত্রে উদ্যোগের ধরন ভেদে ০৬ মাস হতে সর্বোচ্চ ০২ বছর গ্রেস পিরিয়ড প্রদান করা যাবে;

গ) ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে চলতি মূলধন ঋণ/বিনিয়োগ নবায়নযোগ্য হবে। চলতি মূলধন ঋণ সুবিধা প্রথম ঋণ বিতরণের তারিখ হতে সর্বোচ্চ ০৮ বছর পর্যন্ত নবায়নযোগ্য হবে। তবে, ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে ০৮ বছর পর বাজার ভিত্তিক সুদ হারে উক্ত ঋণ/বিনিয়োগ নবায়ন করা যাবে।

চলমান পাতা-৬

৬.২ ঋণ/বিনিয়োগের সুদ/মুনাফার হার

ক) গ্রাহক পর্যায়ে মেয়াদী ও চলতি মূলধন ঋণ/বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সুদ/মুনাফার হার হবে সর্বোচ্চ ৪%;

খ) বাংলাদেশ ব্যাংকের ৫০০ (পাঁচশত) কোটি টাকার পুনঃ অর্থায়ন তহবিলে অংশগ্রহণকারী ব্যাংক ও ফাইন্যান্স কোম্পানিসমূহকে প্রদত্ত পুনঃ অর্থায়নের উপর ০.৫০% হারে সুদ/মুনাফা প্রযোজ্য হবে;

গ) উভয় ক্ষেত্রে সুদ/মুনাফা ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে আরোপযোগ্য (Compounding) হবে।

৬.৩ ঋণ/বিনিয়োগ অনুমোদন প্রক্রিয়া

ক) ঋণ/বিনিয়োগ প্রস্তাব মূল্যায়ন করার পর ব্যাংক/ফাইন্যান্স কোম্পানি সংশ্লিষ্ট প্রকল্পে ঋণ প্রদান করবে কিনা সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে;

খ) ঋণ/বিনিয়োগ প্রস্তাব ব্যাংক/ফাইন্যান্স কোম্পানির নিজস্ব ঋণ নীতিমালা অনুযায়ী অনুমোদিত হবে;

গ) ঋণ প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে ব্যাংক/ফাইন্যান্স কোম্পানির নিকট স্টার্ট-আপ উদ্যোগের আইডিয়া শেয়ার করা হলে অর্থায়ন করা হোক বা না হোক তা কোন ভাবেই প্রকাশ (Disclose) না করার বিষয়ে অঙ্গীকারাবদ্ধ থাকতে হবে।

৭. বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গঠিত স্টার্ট-আপ পুনঃ অর্থায়ন তহবিল সংক্রান্ত বিষয়াবলী

ক) আলোচ্য সার্কুলার জারির পর হতে ব্যাংকের নিজস্ব স্টার্ট-আপ ফান্ড থেকে স্টার্ট-আপ উদ্যোক্তাদের অনুকূলে নতুন করে কোন ঋণ/বিনিয়োগ বিতরণ করা যাবে না। তবে, ইতোমধ্যে মঞ্জুরীকৃত ঋণ/বিনিয়োগসমূহের অর্থ ছাড় করা যাবে।

খ) ব্যাংক ও ফাইন্যান্স কোম্পানিসমূহ তাদের নিজস্ব ঋণ/বিনিয়োগযোগ্য তহবিল হতে স্টার্ট-আপ উদ্যোক্তাদের অনুকূলে ঋণ/বিনিয়োগ প্রদান করতে পারবে। ব্যাংক ও ফাইন্যান্স কোম্পানিসমূহ স্টার্ট-আপ উদ্যোক্তাদের অনুকূলে বিতরণকৃত ঋণ/বিনিয়োগের বিপরীতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গঠিত স্টার্ট-আপ ফান্ড নামে ৫০০ (পাঁচশত) কোটি টাকার পুনঃ অর্থায়ন তহবিল হতে পুনঃ অর্থায়ন সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে।

৭.১ পুনঃ অর্থায়ন গ্রহণের যোগ্যতা ও আবেদন প্রক্রিয়া

পুনঃ অর্থায়ন গ্রহণে আগ্রহী ব্যাংক ও ফাইন্যান্স কোম্পানিকে এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর সাথে অংশগ্রহণ চুক্তি (Participation Agreement) সম্পাদন করতে হবে।

৭.২ পুনঃ অর্থায়ন প্রাপ্তির জন্য সাধারণ নির্দেশনা

৭.২.১ অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান (PFIs): বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গঠিত স্টার্ট-আপ ফান্ড নামে ৫০০ (পাঁচশত) কোটি টাকার পুনঃ অর্থায়ন তহবিল হতে পুনঃ অর্থায়ন গ্রহণের লক্ষ্যে ব্যাংক ও ফাইন্যান্স কোম্পানিসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ ডিপার্টমেন্টের সাথে চুক্তিবদ্ধ হলে তারা অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান (Participatory Financial Institution - PFI) হিসেবে বিবেচিত হবে।

৭.২.২ অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান হওয়ার যোগ্যতা

ক) শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণ/বিনিয়োগের হার সর্বোচ্চ ১০%;

খ) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত হারে মূলধন পর্যাপ্ততা, নগদ সংরক্ষণের হার (CRR) এবং বিধিবদ্ধ তরল সম্পদ সংরক্ষণের হার (SLR) যথানিয়মে সংরক্ষণ;

গ) একক গ্রাহকের বা গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে বিনিয়োগ সুবিধার সর্বোচ্চ সীমা সংক্রান্ত নীতিমালা অনুসরণ ;

ঘ) ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ সম্পর্কিত বিধি-বিধানের যথাযথ পরিপালন নিশ্চিতকরণ; এবং

ঙ) ন্যূনতম ৩ বছরের ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতা।

চলমান পাতা-৭

৭.৩ পুনঃ অর্থায়ন প্রাপ্তির আবেদন প্রক্রিয়া

অংশগ্রহণকারী ব্যাংক ও ফাইন্যান্স কোম্পানিসমূহ নমুনা ছকে (সংযোজনী-'১') প্রয়োজনীয় তথ্য/দলিলাদিসহ প্রতি মাস শেষে পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকে পুনঃঅর্থায়নের জন্য আবেদন দাখিল করবে। উল্লিখিত সময়ের মধ্যে আবেদন দাখিলে ব্যর্থ হলে বিলম্বের কারণ উল্লেখসহ পরবর্তী সর্বোচ্চ ২ মাসের মধ্যে অবশ্যই দাখিল করতে হবে।

৭.৪ পুনঃ অর্থায়ন গ্রহণে প্রদেয় জামানত

পুনঃ অর্থায়ন গ্রহণের প্রতিটি ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারী ব্যাংক/ফাইন্যান্স কোম্পানিসমূহকে পুনঃ অর্থায়ন হিসেবে গৃহীত সমপরিমাণ অর্থের প্রতিশ্রুতি পত্র (Demand Promissory Note) প্রদান করতে হবে। উক্ত প্রতিশ্রুতি পত্র পুনঃ অর্থায়ন বাবদ অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে বর্তমানে বা ভবিষ্যতে প্রাপ্য সমুদয় অর্থ এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক আইনানুসারে আদায়যোগ্য অন্যান্য খরচ, চার্জ বা ব্যয় (যদি থাকে) বাবদ প্রদেয় অর্থের জন্য চলমান জামানত হিসেবে কার্যকর থাকবে। যে কোনো সময় আকলন স্থিতি অথবা কোনো আংশিক পরিশোধ অথবা হিসেবে কম-বেশি অথবা জামানতের কোনো অংশ প্রত্যাহৃত হলেও অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট বাংলাদেশ ব্যাংকের পাওনা ঋণের জন্য সম্পাদিত চুক্তি এবং প্রতিশ্রুতিপত্র চলমান জামানত হিসেবে বহাল থাকবে।

৭.৫ পুনঃ অর্থায়ন বাবদ গৃহীত ঋণ/বিনিয়োগ পরিশোধ/আদায় পদ্ধতি

ক) ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যাংক/ফাইন্যান্স কোম্পানি কর্তৃক গ্রেস পিরিয়ড প্রদান করা হলে পুনঃ অর্থায়ন সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রেও গ্রেস পিরিয়ড প্রদান করা হবে;

খ) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পুনঃ অর্থায়নকৃত অর্থ গ্রেস পিরিয়ড শেষে ত্রৈমাসিক কিস্তিতে আদায় করা হবে;

গ) পরিশোধসূচি/আদায়সূচি অনুযায়ী সুদ/মুনাফাসহ পুনঃ অর্থায়িত অর্থের কিস্তি নির্ধারিত তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংকের মতিঝিল অফিসে রক্ষিত সংশ্লিষ্ট অংশগ্রহণকারী ব্যাংক/ফাইন্যান্স কোম্পানির চলতি হিসাব থেকে কর্তন করা হবে। সে মোতাবেক সংশ্লিষ্ট ব্যাংক/ফাইন্যান্স কোম্পানির চলতি হিসাবে পর্যাপ্ত তহবিল সংরক্ষণ করতে হবে;

ঘ) পুনঃ অর্থায়নের কিস্তি আদায়কালে বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিত অংশগ্রহণকারী ব্যাংক/ফাইন্যান্স কোম্পানির চলতি হিসাবে তহবিল/স্থিতি অপর্যাপ্ততার কারণে আদায়যোগ্য বকেয়া/কিস্তি আদায় করা সম্ভব না হলে, পুনঃ অর্থায়নকালে আরোপিত সুদ/মুনাফার হার অপেক্ষা ১.৫% অধিক হারে অতিরিক্ত সময়ের সুদ/মুনাফাসহ তহবিল পর্যাপ্ততা সাপেক্ষে এককালীন আদায় করা হবে;

ঙ) এ তহবিলের আওতায় ব্যাংক/ফাইন্যান্স কোম্পানি কর্তৃক প্রদত্ত পুনঃ অর্থায়নের অর্থ বা এর কোনো অংশ সদ্ব্যবহার হয়নি মর্মে প্রতীয়মান হলে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সে পরিমাণ অর্থের উপর সংশ্লিষ্ট ব্যাংক/ফাইন্যান্স কোম্পানির নিকট হতে অতিরিক্ত ২% হারে সুদসহ এককালীন আদায় করা হবে;

চ) গ্রাহক পর্যায়ে বিতরণকৃত ঋণ/বিনিয়োগ আদায়ের সকল দায়-দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট ব্যাংক বা ফাইন্যান্স কোম্পানির উপর ন্যস্ত থাকবে।

৭.৬ পুনঃঅর্থায়নপ্রাপ্ত ঋণ/বিনিয়োগের অর্থ অগ্রিম সমন্বয় করা হলে করণীয়

কোনো অংশগ্রহণকারী ব্যাংক/ফাইন্যান্স কোম্পানি কর্তৃক গৃহীত পুনঃ অর্থায়ন ঋণ গ্রাহক কর্তৃক অগ্রিম সমন্বয় করা হলে তা এ বিভাগকে অবহিত করতে হবে এবং পুনঃ অর্থায়নবাবদ গৃহীত অর্থ ফেরতের বা সমন্বয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। গ্রাহকের সমন্বয়কৃত ঋণ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক/ফাইন্যান্স কোম্পানি এ বিভাগকে সময়মত অবহিত না করলে পুনঃঅর্থায়নকালে আরোপিত সুদ/মুনাফার হার অপেক্ষা ১.৫% অধিক হারে সুদ/মুনাফাসহ এককালীন আদায়যোগ্য হবে।

চলমান পাতা-৮

৭.৭ তথ্য-উপাত্ত দাখিল ও মনিটরিং

ক) ঋণ/বিনিয়োগের সদ্ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক/ফাইন্যান্স কোম্পানির নিজস্ব সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা এবং মনিটরিং পদ্ধতি থাকতে হবে;

খ) বাংলাদেশ ব্যাংক সময় সময় সরেজমিনে পরিদর্শন এবং তথ্যাদি যাচাইয়ের মাধ্যমে ঋণ/বিনিয়োগের সদ্ব্যবহার মূল্যায়ন করবে;

গ) বাংলাদেশ ব্যাংকের চাহিদার প্রেক্ষিতে ব্যাংক/ফাইন্যান্স কোম্পানি প্রয়োজনীয় তথ্য, নথিপত্র এবং দলিলাদির কপি বাংলাদেশ ব্যাংককে সরবরাহ করতে বাধ্য থাকবে;

ঘ) সামগ্রিকভাবে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে স্টার্ট-আপ উদ্যোগ এর অনুকূলে প্রদত্ত ঋণ/বিনিয়োগের গুরুত্ব বিবেচনায় তা যাতে সফল হয় সে লক্ষ্যে ব্যাংক/ফাইন্যান্স কোম্পানি সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করবে।

৭.৮ পুনঃ অর্থায়নআবেদন বাতিল প্রসঙ্গে

অসম্পূর্ণ তথ্য বা ভুল তথ্য সহকারে পুনঃ অর্থায়ন আবেদন করা হলে অথবা পুনঃ অর্থায়নের আবেদন পরিদর্শনকালে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) এ বিভাগের নিকট আবেদন যথাযথ হয়নি মর্মে প্রতীয়মান হলে উক্ত পুনঃ অর্থায়ন আবেদন বাতিল করা হবে।

৭.৯ দলিলাদি তলব ও প্রকল্প পরিদর্শন

সময় সময় ও প্রয়োজনানুসারে এ বিভাগ কর্তৃক পুনঃ অর্থায়ন মঞ্জুরির পূর্বে বা পরে এতদ্‌সংক্রান্ত দলিলাদি তলব ও প্রকল্প পরিদর্শন করা হবে।

৭.১০ তহবিল ব্যবস্থাপনা

এ তহবিলের সামগ্রিক তদারকি/পরিচালনা/ব্যবস্থাপনার কাজ এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক সম্পাদিত হবে এবং এ লক্ষ্যে সময় সময় প্রয়োজনীয় শর্ত/বিধি অনুসরণের নির্দেশনা প্রদান করবে।

৭.১১ অন্যান্য শর্তাবলী

ক) এ পুনঃ অর্থায়ন তহবিলের আওতায় গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ/বিনিয়োগ প্রদানের ক্ষেত্রে বর্ণিত শর্তাদি পরিপালনসহ অন্যান্য বিষয়াদি যেমন-আবেদনপত্র গ্রহণ ও প্রক্রিয়াকরণের সময়কাল, ঋণ/বিনিয়োগ বিতরণ, ঋণের সদ্ব্যবহার, তদারকি ও আদায় প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে বিদ্যমান নীতিমালা অনুসৃত হবে;

খ) এ তহবিলের আওতায় প্রত্যেক ব্যাংক/ফাইন্যান্স কোম্পানি কর্তৃক প্রদেয় ঋণ/বিনিয়োগের মধ্যে ন্যূনতম ১০% নারী উদ্যোক্তাদের অনুকূলে বিতরণ করতে হবে।

৮. সাধারণ নির্দেশাবলী

ক) সম্ভাবনা, ঝুঁকি, সক্ষমতা ইত্যাদি বিবেচনায় স্টার্ট-আপ প্রতিষ্ঠানসমূহকে ঋণ/বিনিয়োগ প্রদানের ক্ষেত্রে Internal Credit Risk Rating System (ICRRS) বিষয়ক ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগের ৩০/১০/২০১৮ তারিখে জারিকৃত ১৬ নম্বর সার্কুলারের নির্দেশনা পরিপালন হতে আগামী ৩০ জুন, ২০৩০ তারিখ পর্যন্ত ব্যাংক ও ফাইন্যান্স কোম্পানিসমূহকে অব্যাহতি প্রদান করা হবে;

খ) ব্যাংক ও ফাইন্যান্স কোম্পানিসমূহ তাদের নিজস্ব ঋণ/বিনিয়োগযোগ্য তহবিল হতে স্টার্ট-আপ উদ্যোক্তাদের অনুকূলে প্রদত্ত ঋণ/বিনিয়োগ গ্রাহক পর্যায়ে ছাড় করার পর স্টার্ট-আপ ঋণ হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকে রিপোর্ট করবে এবং অশ্রেণিকৃত ঋণ/বিনিয়োগের বিপরীতে ০.৫০% জেনারেল প্রভিশন সংরক্ষণ করবে। এছাড়া, ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগের প্রযোজ্য নির্দেশনা মোতাবেক ঋণ/বিনিয়োগ শ্রেণিকরণ করবে এবং শ্রেণিকৃত ঋণ/বিনিয়োগের বিপরীতে যথানিয়মে প্রভিশন সংরক্ষণ করবে।

চলমান পাতা-৯

৯. এ সার্কুলার দ্বারা ইতঃ পূর্বে এ বিভাগ হতে জারিকৃত ২৯/০৩/২০২১ তারিখের সার্কুলার-০৪ এবং ১৯/০৪/২০২১ ও ২৬/০৪/২০২১ তারিখের সার্কুলার লেটার-০৪ এবং ০৫ প্রতিস্থাপিত হবে।

১০. ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১ এর ৪৫ এবং ফাইন্যান্স কোম্পানি আইন, ২০২৩ এর ৪১ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এ নির্দেশনা জারি করা হলো।

এ নির্দেশনা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(নওশাদ মোস্তাফা)
পরিচালক (এসএমইএসপিডি)
ফোনঃ ৯৫৩০৫০২
nawshad.mustafa@bb.org.bd

সংযোজনী- ১

সূত্র নং: .. .. তারিখ: .. ..

পরিচালক (এসএমইএসপিডি)
এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ ডিপার্টমেন্ট
বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

মহোদয়,

স্টার্ট-আপ খাতে ঋণ/বিনিয়োগের বিপরীতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গঠিত
'স্টার্ট-আপ ফান্ড' নামক ৫০০ (পাঁচশত) কোটি টাকার তহবিল হতে পুনঃ অর্থায়ন প্রাপ্তির আবেদন প্রসঙ্গে।

শিরোনামোক্ত বিষয়ে .. .. .. জুলাই, ২০২৫ তারিখে জারিকৃত এসএমইএসপিডি সার্কুলার নং: .. .. .. এর নির্দেশনা অনুসরণপূর্বক উক্ত পুনঃ অর্থায়ন স্কিমের আওতায় .. .. তারিখ হতে .. .. তারিখ পর্যন্ত সময়ে .. .. .. টি স্টার্ট-আপ উদ্যোগের অনুকূলে মোট .. .. টাকা ঋণ/বিনিয়োগ বিতরণ করা হয়েছে। আলোচ্য ঋণ/বিনিয়োগ বিতরণে সার্কুলারে বর্ণিত নির্দেশনাবলী যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে।

বর্ণিত অর্থায়নের বিপরীতে উল্লিখিত পুনঃ অর্থায়ন স্কিম হতে পুনঃ অর্থায়ন প্রাপ্তির লক্ষ্যে বিস্তারিত তথ্য (সংযোজনী-১'ক') এতদ্সঙ্গে দাখিল করা হলো। উক্ত আবেদন সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি ইতোমধ্যে অনলাইনে দাখিল করা হয়েছে যার বিবরণ নিম্নরূপ:

অনলাইন আবেদনের তারিখ	অনলাইন ট্র্যাকিং নম্বর

এমতাবস্থায়, আমাদের ব্যাংক/ফাইন্যান্স কোম্পানির অনুকূলে সংযুক্ত বর্ণনা মোতাবেক মোট .. .. টাকা (কথায় .. ..) পুনঃ অর্থায়ন প্রদান করে বাধিত করবেন।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(.. .. ..)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক/বিভাগীয় প্রধান
.. .. ব্যাংক/ফাইন্যান্স কোম্পানি
ফোন: .. ..
ই-মেইল: .. ..

সংযোজনী: ঋণ/বিনিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য (সংযোজনী-১'ক')।

সংযোজনী-১'ক'

Statement of Loan/Investment Applied for Refinance

Sl. No.	Name of the Enterprise	Date of Incorporation	Location/ Address of the Enterprise	Type of Ownership (Proprietorship /Partnership/ Company)	Name of Owner(s), NID and Phone Number	Whether the Enterprise is Women Enterprise	Name of Financing Branch	Type of Startup (Early Stage/ Mid Stage/ Large Stage)	Type of Loan (Term Loan/ Working Capital Loan)	Purpose of Loan	Amount of Sanctioned Loan (In BDT)	Amount of Disbursed Loan (In BDT)	Date of Disbursement	Loan Account Number	Interest Rate (%)	Grace Period	Tenure of Loan (Including Grace Period) (Month)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

- Women Enterprise will be determined by the definition given in SMESPD Circular No. 1, Dated: 17/03/2025.
- Whether the entrepreneur availed refinanced facility under the same refinance scheme previously. If yes, please mention amount and date of availing such facility.
- Whether any refinance application has been submitted for the same loan to any other refinance schemes of Bangladesh Bank. If yes, please mention the name of that scheme and application date.
- Date of incorporation of the Startup should be determined by its Trade License issue date or Registration under RJSC.